

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

170649 - জনকৈ খ্রিস্টানরে কছি সংশয় যগেলোর মাধ্যমে তিনি কুরআনরে কছি আয়াতরে উপর অপবাদ দচ্ছনে এই দাবী করে য়ে, সগেলোতে সবরিরোধতি রয়ছে

প্রশ্ন

এক খ্রিস্টান আমার কাছে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করছে। আমি এর উত্তর চাই; যাত করে উত্তরটি তাকৈ পাঠাতে পারি: ‘তোমরা কনে তোমাদরে জীবন ও ভাগ্যকৈ এমন এক বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করছ য়ে বই সবরিরোধতি ও ভুলে ভরা’ -সহে ব্যক্তি কুরআনকৈ উদ্দেশ্য করছে-?! এই খ্রিস্টান আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং বল: তোমরা বল, নশ্চয় আল্লাহ্ বলেন:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এতে অনেকে বৈপরীত্য দেখতে পতে। বাস্তবকিপক্ষে এই বই বৈপরীত্য ও সবরিরোধতিয় ভরপুর। এ কারণে সটে আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তোমাকৈ আমি কছি উদাহরণ দচ্ছি: আমরা সূরা আশ-শু‘আরাতে পাই, ফরোউন পানতি ডুবে ধ্বংস হয়ছে। কন্তি সূরা ইউনুসে পাই:

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلِفَكَ آيَةً

সুতরাং আজ আমরা তোমার দেহটি রক্ষা করব যাত তুমি তোমার পরবর্তীদরে জন্ম নদির্শন হয়ে থাক। তাহলে কোনটা সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কুরআনে কারীমকৈ সমালোচনা করা ও কুরআনরে আয়াতগুলোর উপর সবরিরোধতি ও বৈপরীত্যরে অপবাদ দেয়ার এটি প্রথম চেষ্টা নয়। ইতিপূর্বে এমন অনেকে অপবাদ অতবাহতি হয়ছে। যতজন এই চেষ্টা করছে তারা সকলে ব্যর্থ হয়ছে। আমরা য়ে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কতিবেরে প্রতিজ্ঞমান রাখিযে, সটেআমাদরে প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সটোতে যদি এমন কিছু বক্তৃতি, সবরোধতি ও সংঘর্ষ থাকত যা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরে কতিবেরে রয়েছে তাহলে আমরাই সর্বপ্রথম এই কতিবকে অস্বীকারকারী হতাম। কিন্তু কতিবেরে সটেঘটতে পারে; অথচ আল্লাহ তাআলা নিজই কয়ামত পর্যন্ত এই কতিবকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। যাতেরে এই কতিবেরে যে সত্য ও সঠিক তথ্য রয়েছে তা মানুষেরে উপর দলিল হিসেবে কয়মে হয়।

যদি সেই খ্রিস্টান ব্যক্তিকিবা অন্য যে কোন ব্যক্তিকুরআনে কারীমে বৈপরীত্য না থাকার পক্ষে যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে সেই আয়াতটির প্রথম অংশ পড়ত ও চিন্তা-ভাবনা করে দেখত তাহলে এ ধরণেরে সংশয়গুলো একত্রিত করা ও সেগুলোর উপর ভিত্তিকরে কুরআনের উপর অপবাদ আরোপ করার প্রয়োজন হত না। প্রাচীন আরব ও সমকালীন আরবদেরে মধ্যে অনেকে বদীযান, বুদ্ধমিন, সাহিত্যিকি ও বাগ্মী রয়েছে। তারা কুরআন পড়ে। কিন্তু তাদেরে কারো কাছে এই ধরণেরে আয়াত সাংঘর্ষিকি প্রতীয়মান হয়নি। হতে পারে তারা কোন আয়াতেরে কোন কোন অর্থ নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে তাদেরে কউে যখন একটু চিন্তা ভাবনা করে কিবা তাফসিরি বশিরদ ও ইলমে পারদর্শী আলমেদেরে শরণাপন্ন হয় কত দ্রুতই না সেই প্রশ্নগুলো নরিসন হয়ে যায়। সেই খ্রিস্টান ব্যক্তিকি প্রথমতে সেই আয়াতটি উদ্ধৃত করেছে সটেরি প্রথমাংশে আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াতসমূহকে অনুধাবনেরে প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন: “তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না?” এরপর তিনি বলেন: “যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে থেকে আসত তাহলে তারা এতে অনেকে বৈপরীত্য দেখতে পতে।” [সূরা নসি, আয়াত: ৮২] তাই সেই ব্যক্তিকি যদি কুরআনের আয়াতগুলোকে অনুধাবন করত তাহলে আয়াতগুলোর মধ্যে বেশিবা কম কোন বৈপরীত্যই পতে না। যদি সেই ব্যক্তি ইলমে পারদর্শী আলমেদেরে বক্তব্য জানার চেষ্টা করত তাহলে দেখতে পতে যে, কুরআনে কোন সংঘর্ষ ও সবরোধতি নাই।

তাই প্রত্যকে যে ব্যক্তিকুরআন পঠন অনুধাবন সহকারে হয় না; বিশেষতঃ সে যদি কুপ্রবৃত্তিরে অনুসারী হয়; তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে কুরআনের আয়াতগুলোর মাঝে এমন কিছু পায় যটোকে তার কাছে সংঘর্ষ ও সবরোধতি মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও বাস্তবে এই সংঘর্ষ ও সবরোধতি ঐ ব্যক্তিকি মস্তিষ্কে ও বুঝে; মুহকাম (চূড়ান্ত) আয়াতসমূহে নয়। প্রত্যকে যে ব্যক্তিকি কোন বই লখে বইয়েরে শুরুতে এই কফেয়িত লখে ছাড়া তার কোন উপায় থাকে না যে যনি এতে কোন কসুর পান তিনি যনে লখেককে কসমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এবং প্রত্যকে যে ব্যক্তি এতে কোন ভুল পায় সে যনে ভুলটি গোপন রেখে লখেককে অবহতি করে। এ কারণে দেখা যায় যে, ভাল লখেকরা এক বই একাধিকি বার প্রণিট করেন। তাই বইয়েরে উপরে লখে থাকে “বর্ধতি ও পরমার্জতি”। পক্ষান্তরে আল্লাহর কতিবেরে প্রথম পৃষ্ঠা যে ব্যক্তিকি খুলবে সেখানে সে এ বাণীটি পাবে: “আলফি লাম মীম। এই তো কতিব, যাতেরে কোন সন্দেহ নাই।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১-২] এই ধরণেরে সূচনা অনেকে বুদ্ধমিন খ্রিস্টান মানুষেরে ইসলাম গ্রহণেরে কারণ হয়েছে; যখন তারা দেখতে পলে যে, এটি দুরদান্ত সূচনা। যা প্রমাণ করে যে, এই অক্ষরগুলো যনি বলছেন তিনি মানুষ নন। কারণ কোন মানুষ কোন বই রচনা করলে তার পক্ষে এ ধরণেরে কথা

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বলা সম্ভবপর নয়। এরপর কুরআনরে আয়াতগুলো পড়ার পর তারা জানতে পারে যে, এটি মহাবিশ্বের প্রভুর বাণী। এ কারণে ত্রুটিটি হচ্ছে অনুধাবনে কসুর করা। এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, আয়াতের প্রথমার্শে অনুধাবনের প্রতী উদ্বুদ্ধ করাটা অযথা নয়; বরং সুমহান গূঢ় রহস্যের কারণে।

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: “এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে কুরআন অনুধাবনের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা প্রত্যেকে যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবন করে তার অনুধাবন এমন জরুরী (অপ্রতিরোধ্য) জ্ঞান ও সুদৃঢ় একীকৃত অনবির্য করে যে, এই কুরআন হক্ব ও সত্য। বরঞ্চ প্রত্যেকে হক্বের চয়ে বেশি হক্ব এবং প্রত্যেকে সত্যের চয়ে বেশি সত্য। যিনি এই কুরআনকে নিয়ে এসেছেন তিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী, সর্বাধিক নেককার, সর্বাধিক ইলম, আমল ও জ্ঞানধারী। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: ‘তবে কিতারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না?’ এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এতে অনেকে বৈপরীত্য দেখতে পাত। [সূরা নসি, আয়াত: ৮২] তিনি আরও বলেন: ‘তবে কিতারা কুরআন অনুধাবন করে না?! নাকি অন্তরগুলোর ওপর তালা ঝুলছে? [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২৪] তাই যদি অন্তরগুলো থেকে তালাগুলো উঠে যেতে তাহলে অন্তরগুলো কুরআনরে সত্যগুলোকে আলঙ্ঘন করত, ঈমানের আলোতে আলোকিত হত এবং জরুরী ইলম (অপ্রতিরোধ্য জ্ঞান) উপলব্ধ হত যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত, বাস্তবিকই তিনি এ বাণী বলছেন এবং তাঁর দূত জব্রাইল আলাইহিস সালাম এ বাণীকে তাঁর দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।’ [মাদারজিস সালকেনি (৩/৪৭১ ও ৪৭২) থেকে সমাপ্ত]

কুরআনে কারীম সংঘর্ষ ও সবরিরোধিতা থেকে মুক্ত; যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবন করে তার জন্য। বাহ্যতঃ যা সবরিরোধী সটো সমন্বয়যোগ্য বৈপরীত্য। অবস্থা, কাল বা ব্যক্তির ভিন্নতা ভেদে বৈপরীত্য। অতি সহজেই আয়াতগুলোর মধ্যস্থতি এ ধরণের বৈপরীত্যের মাঝে সমন্বয় করা যায়। কোন গবেষক যখন এটি করত সক্ষম হন তখন প্রজ্ঞাপূর্ণ আল্লাহর কতিবের মুজজোর অপর একটি দিক তার কাছে ফুটে ওঠে।

আবু বকর আল-জাসাস (রহঃ) বলেন: বৈপরীত্য তিনপ্রকার:

“১। সবরিরোধী বৈপরীত্য। সটো হলো দুটো বিষয়ের একটি অপরটির বাতুলতা দাবী করা।

২। মানগত বৈপরীত্য: সটো হলো কোন অংশ বাগ্মতিপূর্ণ; আর কোন অংশ নমিনমানের পতিতি। এই দুই প্রকার বৈপরীত্য কুরআনে নেই। এ ধরণের বৈপরীত্য না থাকাটা কুরআনরে মৌজজোর একটি প্রমাণ। কেননা সকল বাগ্মী ও বাকপটুদের কথা যখন দীর্ঘ হয় –কুরআনরে লম্বা সূরাগুলোর মত- তখন এটি মানগত বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হয় না।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

৩। সমন্বয়যোগ্য বৈপরীত্য: সটো হলো ভালত্বের দিক থেকে সর্বাত্মক অভিন্ন হওয়া। উদাহরণতঃ বিভিন্ন প্রকার পঠনপদ্ধতি বৈপরীত্য, আয়াতের সংখ্যার বৈপরীত্য এবং রহিতকারী ও রহিতের সাথে সম্পৃক্ত বধিবিধানের বৈপরীত্য।

আয়াতে কারীমাতে সত্যের পক্ষে যতভাবে প্রমাণ পশে করা যায় সটোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে; যে সত্যকে বিশ্বাস করা ও যে সত্য মোতাবেক আমল করা অনবির্ষ। [আহকামুল কুরআন (৩/১৮২)]

সমন্বয়যোগ্য বৈপরীত্যের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে (খুব সম্ভব সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি এটি জানতে পারলে এটাকেও সবরোধিতার তালিকায় যোগ করবে): আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিব আদমকে সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। একবার উল্লেখ করেছেন তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। আবার বলছেন: মাটি থেকে। তৃতীয় স্থানে বলছেন: কাদা থেকে। চতুর্থ স্থানে বলছেন: ঠনঠনে মাটি থেকে। এটি কি সবরোধিতা বা সংঘর্ষ? বরং এটি হলো আদমের সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ। ইতিপূর্বে 4811 নং প্রশ্নোত্তরে আমরা বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। যদি এটি সবরোধিতা হত তাহলে এ কারণে কুরআন নাযিলের সময়কালের কাফরে আরবী ভাষাবাদি ও অলঙ্কারবাদিগণ সবার আগে অপবাদ আরোপ করত। কিন্তু তারা নজিরো নজিদে ববিকেবুদ্ধির মর্যাদা রক্ষা করেছে যে, তারা অলঙ্কারকি দিক ও ব্যঞ্জনাগত দিক থেকে কুরআনের সমালোচনা করেনি। বরং কুরআনের আয়াতসমূহ তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। কনিহা হবো না অথচ কুরআন হচ্ছে: “মানুষের জন্য দশারী”।

দুই:

সুতরাং এই অপবাদ বতিরককারীর কথি ধারণা যে, ‘ফরোউন পানতি ডুবে মরছে’ আল্লাহ কর্তৃক এই সংবাদ দ্যো এবং তাঁর বাণী: “সুতরাং আজ আমরা তোমার দহেট রক্ষা করব যাতো তুমি তোমার পরবর্তীদরে জন্য নদির্শন হয়ে থাক। আর অনেকে মানুষই আমার নদির্শনসমূহের প্রতি একবোর অমনোযোগী।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯২] এতদুভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য ও সবরোধিতা রয়েছে? বড় অদ্ভুত ব্যাপার। ফরোউন ডুবছে এটি এমন নিশ্চিতি বিষয় যাতো কোন সন্দহে নই। এই ডুবার মাধ্যমে তার মৃত্যু ঘটছে এবং সে স্পষ্টভাবে ধ্বংস হয়েছে। এই খ্রিস্টানের কাছে প্রশ্ন: প্রত্যকে যে ব্যক্তি সমুদ্রে ডুবে মারা যায় তাকে কহি হাঙ্গর মাছে খেয়ে ফলে কহিবা সমুদ্রেরে অতলে তার লাশ কহি হারিয়ে যায়? নাকি কটে ডুবে মরতে পারে এবং পরে তার লাশ ভসে উঠতে পারে ও পঁচে যাওয়া ও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পতে পারে? এই প্রশ্নের নিশ্চিতি জবাব হচ্ছে: দ্বিতীয়টি। সমুদ্রে পড়ে বমিন দুর্ঘটনা, জাহাজের দুর্ঘটনা কহিবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় সমুদ্রে ডুবে নিহত হওয়া মানুষদের ক্ষতেরে বাস্তবে তো এটাই দেখা যাচ্ছে। আমরা সেই ব্যক্তিকে বলব: ফরোউনের ক্ষতেরেও ঠিকি এটাই ঘটছে। সে সমুদ্রে ডুবে মরছে। আল্লাহ তাআলা তার লাশকে সমুদ্রে ভাসিয়ে তুলছেন; যাতো করে বনী ইসরাইলরো নিশ্চিতি হতে পারে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যে, সে মরছে। এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রজ্ঞা। যহেতু এই মথিয়ুক দাবী করছেলি যে, সে তাদের সর্ববোচ্চ প্রভু! তাই ঐ লাশটি মানুষদরে কাছে প্রকাশ করাটা উপযুক্ত ছিল— যাতে করে তারা এই মথিয়া দাবীদার প্রভুর প্রকৃত অবস্থা নশ্চিতি হতে পারে এবং যাতে করে দুর্বল লোকদরে মন থেকে ভয় কটে যায়। যারা বশ্বাস করত যে, ফরোউন আত্মগোপন করছে; কছিদনি পর ফরি আসবে। ধার্মকিতা ও বুদ্ধরি দুর্বলতায় আক্রান্ত কত মানুষ এ ধরণরে বশ্বাস রাখে!

আয়াতে **نُنَجِّكَ** এর অর্থ হলো: উপরে তোলা ও ভাসানো। এটি **النَّجْوُ** শব্দমূল থেকে উৎপন্ন। আর যদি শব্দটি **النَّجَاةُ** (বাঁচা) অর্থও হয় তদুপরি এই বাঁচা দ্বারা মৃত্যু থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ সমুদ্ররে অতলে দহেটি হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য কথিবা তাকে সমুদ্ররে প্রাণীরা খয়ে ফলো থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য। যদি সেই খ্রিস্টান ব্যক্তি আল্লাহর বাণীর এই অংশটি **نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ** (আমরা তোমার দহেটি রক্ষা করব) অনুধাবন করতনে তাহলে বুঝতে পারতনে যে, এ ধরণরে বাক্য মৃত্যু থেকে বাঁচার ক্ষত্রে ব্যবহৃত হয় না। বরং দহেটি বাঁচার ক্ষত্রে ব্যবহৃত হয়। যদি ফরোউনরে বাঁচা উদ্দেশ্য হত তাহলে এখানে ‘তোমার দহেটি’ উল্লেখ করা অনর্থক হত। আর অনর্থক কছি উল্লেখ করা আল্লাহর বাণীর বশেষিট্য নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।